সংবাদ

তারিখ ...17 JAN 2007...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৩

রাবিতে থেমে নেই গণনিয়োগ আজ চূড়ান্ত হবে ৭শ' জনের

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক, রাজশাহী

নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলেও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) দলীয় বিবেচনায় গণনিয়োগ অব্যাহত রয়েছে। সকাল নেই, সন্ধ্যা নেই এমনকি অবরোধ ও ছুটির দিনেও দলীয় লোকদের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে এবং হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ভবনে যেন দলীয় চাকরিপ্রার্থীদের 'হাট' বসেছে। অভিযোগ উঠেছে, দলীয় বিবেচনায় নিয়োগের পাশাপাশি চলছে 'নিয়োগ-বাণিজ্য'। প্রার্থী প্রতি দুই লাখ টাকা থেকে পাঁচ লাখ, সাত লাখ টাকা নিয়ে নিয়োগ দেয়ারও অভিযোগ রয়েছে।

আগামীকাল বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের সভায় প্রায় ৫০০ কর্মচারী, প্রায় ১২০ জন শিক্ষক ও প্রায় ৭০ জন কর্মকর্তার নিয়োগ চূড়ান্ত অনুমোদন পেতে যাচ্ছে বলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের একটি সূত্র জানিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ও আদালতের নিষেধাজ্ঞা লংঘন করে এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগ, দপ্তর ও ইনস্টিটিউট প্রধানের চাহিদা ছাড়াই বিএনপি-জামায়াত ও তার অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মী-সমর্থকদের নিয়োগ দেয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ইউজিসিসহ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়াই গণনিয়োগ প্রদান করায় বাজেট ঘাটতির কারণে আগামী চার থেকে ছয় মাস পর এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। সচেতন ও দেশপ্রেমিক শিক্ষক-কর্মকর্তারা উত্তরাঞ্চলের বৃহৎ এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিকে রক্ষার জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধানের জরুরি হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

সূত্র জানায়, বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের পর রাবি কর্তৃপক্ষ তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী পদে ৪৮৮ জনের গণনিয়োগ চূড়ান্ত করে, আগামীকালের সিন্ডিকেটে আরও প্রায় সাতশ' শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারীর নিয়োগ চূড়ান্ত করতে

রাবিতে : পৃঃ ২ কঃ ৮

রাবিতে : গণনিয়োগ

(১২ পৃষ্ঠার পর)

যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্থাপন শাখার একটি সূত্রে জানা গেছে, গত বছরের ৩০ জুন পর্যন্ত রাবির জনবল ছিল তিন হাজার ৩০৭ জন। এর মধ্যে শিক্ষক এক হাজার ৪১ জন, কর্মকর্তা ৫৯৬ জন এবং এক হাজার ৬৭০ জন কর্মচারী।

রাবি প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, গত জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত বেতন-ভাতাদি খাতে ব্যয় হয়েছে ১২ কোটি ৬৯ লাখ টাকা। অর্থবছরের বাকি নয় মাসে আরও ৩৮ কোটি ২৫ লাখ টাকা লাগবে। এছাড়া বোনাস খাতে আরও প্রায় সোয়া চার কোটি টাকা খরচ হবে। ইউজিসি রাবিকে ২০০৬-২০০৭ অর্থবছরে বেতন-ভাতাদি খাতে বরাদ্দ দিয়েছে ৫২ কোটি টাকা। কিন্তু গত বছরের ৩০ জুনের পর থেকে এ পর্যন্ত (আগামীকালের সিন্ডিকেটের সভায় নিয়োগ অনুমোদনের জন্য অপেক্ষমাণসহ) নিয়োগ দেয়া শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারীর জন্য বেতন-ভাতা ও বোনাস খাতে অতিরিক্ত প্রায় ১২ কোটি টাকা লাগবে। ফলে সরকার অতিরিক্ত বাজেট অনুমোদন না করলে আগামী ৪/৬ মাস পরে রাবির শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি বন্ধ হয়ে যেতে পারে। ইউজিসি বিশ্ববিদ্যালয়কে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছে, মূল বাজেটে বরাদ্দের বাইরে কোন পদে জনবল নিয়োগ করা যাবে না। তবে বিশেষ প্রয়োজনে জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) পূর্বানুমোদন নিতে হবে। বেতন-ভাতাদি খাতের জন্য বরাদ্দ করা অর্থ এক খাত থেকে অন্য খাতে স্থানান্তর করা যাবে না মর্মেও ইউজিসি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে সতর্ক করে দেয়। কিন্তু এই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে রাবি প্রশাসন গণনিয়োগ অব্যাহত রেখেছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, বহুল আলোচিত ৫৪৪ কর্মচারীর মধ্যে এরই মধ্যে ৪৮৮ জনের নিয়োগ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছুটির সময় সিন্ডিকেটের মাধ্যমে অনুমোদন করা হয়। এসব নিয়োগ অনুমোদনকালে আরও কর্মচারী নিয়োগের জন্য পদ সৃষ্টি বিষয়ক কমিটি গত ২, ২৮, ২৯, ৩০ ও ৩১ মে অর্থ কমিটিকে (এফসি) ২১৩টি সহায়ক ও ২৮৩টি সাধারণ কর্মচারী পদ সৃষ্টির সুপারিশ করে। গত ২১ জুন এফসি তা অনুমোদন দিয়ে সিন্ডিকেটে পাঠালে ২২ জুন অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটের সভায় এসব সৃষ্ট পদ অনুমোদনের জন্য ইউজিসির কাছে সিদ্ধান্ত চেয়ে পাঠানো হয়। কিন্তু ইউজিসি এখনও তা অনুমোদন করেনি বলে জানা গেছে।

চলমান গণনিয়োগ ব্যাপারে উপাচার্য অধ্যাপক আলতাফ হোসেনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি 'সব কিছু নিয়মমাফিক চলছে' বলে দাবি করেন। তিনি জানান, শূন্য পদে বিধি অনুযায়ী নিয়োগ দেয়া হচ্ছে।